Released 2-10-70

উত্তম

তনুজা

অভিনীত

রাজকুমারী

দেবেশ ঘোষ ও রঞ্জনা ঘোষের প্রযোজনায়

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের নিবেদন

রাজকুমারী

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : সলিল সেন

সুর সংযোজনা : রাহুল দেব বর্মন

গীত রচনা :	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রধান সম্পাদক :	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ :	কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী	শিল্প নির্দেশক :	সুনীল সরকার
শব্দানুলেখন :	অনিল দাশগুপ্ত ও বাণী দত্ত	নৃত্যপরিকল্পনা :	সূর্য্যকুমার (বম্বে)
আবহ সঙ্গীত ও সঙ্গীতানুলেখন :	কৌশিক (ফিল্ম সেন্টার, বম্বে)	রূপসজ্জা :	বসির আমেদ
শব্দ পুনর্লিখন :	শ্যামসুন্দর ঘোষ	সাজ-সজ্জা :	দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
কেশ বিন্যাস :	চণ্ডীপ্রসাদ সাহা	প্রধান কর্মসচিব :	সন্দীপ পাল
দৃশ্যপট :	কবি দাশগুপ্ত	ব্যবস্থাপনা :	অসিত বসু
শব্দানুলেখন (বহির্দৃশ্যে) :	অনিল নন্দন	স্থির চিত্র :	এডনা লরেঞ্জ
		পরিচয় লিখন :	নিতাই বসু

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল চক্রবর্ত্তী ও প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুর সংযোজনায় : বাসুদেব চক্রবর্ত্তী ও মনোহারী সিং ● চিত্রগ্রহণে : অনিল ঘোষ ● শব্দানুলেখনে : সোমেন চ্যাটার্জি, ইন্দু অধিকারী, পাঁচু মণ্ডল ও বাবাজী ● আবহ সঙ্গীত ও সঙ্গীতানুলেখনে : চিটনীশ ● শব্দ পুনর্লিখনে : জ্যোতি চ্যাটার্জি ● সম্পাদনায় : রবীন সেন ● দৃশ্য সংগঠনে : গোপী সেন ● রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্মা ● সাজ সজ্জায় : বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ● ব্যবস্থাপনায় : বিজয় দাস ● পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জি, নিরঞ্জন চাটার্জি, অজিৎ ঘোষ, অবনী মজুমদার, কানাই চ্যাটার্জি ও ফণী সরকার ● আলোক নিয়ন্ত্রনে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, হরেন গাঙ্গুলী, ভবরঞ্জন দে, তারাপদ মান্না, সুভাষ ঘোষ, সুনীল শর্মা, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস ও দিলীপ ব্যানার্জি। দৃশ্য সজ্জায় : ছেদিলাল শর্মা, চিরঞ্জীব শর্মা, রাজারাম, বজু মোহান্তি, সতীশ মুখার্জি, সুধীন অধিকারী, কান্তি দাস, সুনীল দাস ও রামধনী।

নৃত্যাংশে : হেলেন (বম্বে)

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

শক্তি সামন্ত (বম্বে), হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল, টিপিল ষ্টার, কেলভিনেটর কোং, এচ, পাল য়্যাণ্ড কোং, হারমনি হাউস, হসপিটাল য়্যাপ্লায়েন্সেস্, মডার্ণ ফারমিসার্স, অলোক দাশগুপ্ত, নন্দন ভট্টাচার্য্য, হোটেল হিলটপ (বম্বে)

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে : কিশোরকুমার ও আশা ভোঁশলে

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও ও নিউ থিয়েটার্স (২নং) ষ্টুডিওতে গৃহীত

আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড্

কমলাপুর রাজবাড়ীর রাণীমা দারুণ নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা মঞ্জরীকে, এই জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারিনীকে, তাই তাঁর মনের মত ক'রে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে সর্ব-শাস্ত্র বিশারদ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ছেন।

মঞ্জরীকে তাই তার মার নির্দেশ মত সারা দিনের ঠাস বুনন 'রুটিন বোর্ড' অনুযায়ী চল্‌তে হয়। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, সত্তা বলে তার কিছুই নেই।

মঞ্জরীর বিয়ে দিতে হবে। —'সমান ঘরে' মেয়ের পরিচিতি আনার জন্য রাণীমা কমলাপুর রাজবাড়ীতে এক পার্টির ব্যবস্থা করলেন। অন্যান্য গণ্য-মান্যদের সঙ্গে সেই পার্টিতে মঞ্জরীর সেলাই শিক্ষিকা লাবণ্য, তার স্বামী এবং ছোট ভাই নির্মলকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন মঞ্জরীর মামাবাবু।

এই নির্মল চৌধুরী লাবণ্যর বাড়ী থাকে না। বীমা কোম্পানীর কাজে সারা ভারত ঘুরে বেড়ায়। সু-শিক্ষিত, সুদর্শন এবং মার্জিত রুচি সম্পন্ন অবিবাহিত যুবক সে। দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসে আচম্বিতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলো।

পার্টিতে রাণীমা মঞ্জরীকে 'তারাণা' গাইবার হুকুম দিলেন। গান চলাকালীন একে একে সকলেই প্রায় গানের আসর ছেড়ে খাবার ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য রাণীমাকেও আসর ছেড়ে যেতে হ'য়েছিলো।

নিবিষ্ট মনে, তন্ময় হ'য়ে মঞ্জরী গান গাইছিলো। গান যখন থাম্‌লো, আসর তখন খালি, নিস্তব্ধ।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্‌লো একটি কণ্ঠস্বর : 'চমৎকার ! অপূর্ব' !

সে কণ্ঠস্বর নির্মলের।

প্রশংসা শুনতে অনভ্যস্ত মঞ্জরী বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নির্মলের দিকে।

উভয়ের মধ্যে যখন সবে আলাপ শুরু হ'য়েছে—রাণীমা এসে উপস্থিত হ'লেন সেখানে। নির্মলের পরিচয়ও সংগ্রহ ক'র্‌লেন তিনি। নির্মলের প্রতি তাঁকে প্রসন্ন ব'লে মনে হ'ল না।

আবার নির্মলের সঙ্গে মঞ্জরীর দেখা হ'ল লাবণ্যদের বাড়ীতে। নির্মল মঞ্জরীকে আবার সেই 'তারাণা' গাইতে অনুরোধ কর্‌লো। মঞ্জরীর পক্ষে তবলা ছাড়া গান গাওয়া সম্ভব নয়, তাই সে গাইতে পার্‌লো না। লাবণ্যর অনুরোধে শেষে নির্মলই একখানি আধুনিক গান গাইলো।

গান শুনে মঞ্জরী অবাক হয়ে যায় !

গানের কথা এত অর্থবহ—এ যেন নূতন করে জীবনকে আহ্বান !

নির্মলের কাছ থেকে মঞ্জরী আধুনিক গানের প্রথম পাঠ গ্রহণ করলো।

'আজ গুন্ গুন্ গুন্ কুঞ্জে আমার একি গুঞ্জরণ'। এই গানই যেন মনের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিলো মঞ্জরীর। সারা রাজবাড়ীতে তাই ছড়িয়ে দিয়েছিলো মঞ্জরী এই সুর !

মঞ্জরীর গান শুনে চমকে ওঠেন রাণীমা।

মনে মনে খুশী হন মামাবাবু।

আবার ওদের দু'জনের দেখা হয় লাবণ্যর বাড়ীতে।

নির্মল এসেছিলো তার জন্মদিন উপলক্ষে তার দিদিকে নিমন্ত্রণ করতে।

মঞ্জরী যেচে নির্মলের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আদায় করলো।

নির্দিষ্ট দিনে হোটেলে খেতে গিয়ে মথুরেশের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় নির্মলের। মথুরেশ নির্মলের সহপাঠী ছিলো। আজ সে মাতাল, লম্পট, জুয়াড়ী। নির্মল তার সান্নিধ্য এড়াতে চায়। তবুও ভদ্রতার খাতিরে লাবণ্য ও মঞ্জরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হয়।

অনেক আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফেরে মঞ্জরী। তাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছিলো লাবণ্য।

কিন্তু রাণীমা এই মেলা-মেশা সহ্য করতে পারলেন না। চুকিয়ে দিলেন লাবণ্যর সঙ্গে সব সম্পর্ক।

রুটিন বদল হ'য়ে গেল। সেলাই-এর স্থান দখল করলো অঙ্ক। যতদিন না মাষ্টার ঠিক হয়, মামাবাবুই অঙ্ক শেখাবেন। মঞ্জরীকে নিয়ে মামাবাবু তার ল্যাবরেটরীতে চললেন।

মামাবাবুকে অনেক বুঝিয়ে, ল্যাবরেটরীর পিছন দিকের দরজাটা দিয়ে মঞ্জরী বাইরের খোলা হাওয়ায় হাজির হয়—নির্মলের সঙ্গে।

নির্মল-মঞ্জরীর এই মেলা-মেশার কথা রাণীমা জানতে পারলেন। মঞ্জরীকে তিরস্কারও করলেন।

রাণীমার এই হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ় গলায় মঞ্জরী জানালো : আমি নির্মলকে বিয়ে করবো।

স্তম্ভিত হন রাণীমা ! বিস্মিত হ'লেন মামাবাবু !!

হিন্দু মন্দিরে বিবাহ লগ্ন আটটায়। মঞ্জরী তার মামাবাবুর সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই উপস্থিত হ'য়েছে।

নির্মলের আসতে দেরী দেখে, তাকে হোটেলে 'ফোন' করা হ'ল। জানা গেল, সে বিবাহ বাসরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে গেছে, অনেক আগেই।

রাত বারটা বেজে গেল···নির্মল এলো না। কোথায় যেন উপে গেল সে !

মামাবাবুর সঙ্গে অপমানিতা, মর্মাহতা রাজকুমারী মঞ্জরী ফিরে এলো নিজের বাড়ীতে।

এ উত্তেজনা সহ্য করতে পারলেন না রাণীমা। 'স্ট্রোক'-এ তিনি মারা গেলেন।

দিন গেল, মাস গেল, প্রায় বছরও ঘুরতে চললো। তবু নির্মলের খোঁজ নেই। খোঁজার বিরামও নেই।

নির্মলের আর এক জন্মদিনে, তার খোঁজে মঞ্জরী গেল সেই হোটেলে। নির্মলের দেখা পেল না। দেখা হ'ল আবার সেই মথুরেশের সঙ্গে।

এর পর এক নোতুন জীবন সুরু হ'ল মঞ্জরীর।

হোটেলে, বারে, জুয়ার আড্ডায়, রেসের মাঠে, নাইট্ ক্লাব-এর নাচের আসরে দেখা যেতে লাগলো মঞ্জরী আর মথুরেশকে।

শুভার্থীরা শঙ্কিত হ'ল। নানানভাবে বোঝাতে চাইলো মঞ্জরী-কে—এটা শান্তির পথ নয়।

মঞ্জরী সকলকে বিস্মিত ক'রে জানালো : আমি মথুরেশকে বিয়ে করবো।

বিয়ের দিন। —সন্ধ্যার সময় ·····

নিমন্ত্রিতেরা আসতে সুরু করেছে।

সামনের দরজায় যখন বরযাত্রীদের ভীড় ·····

তখন পিছনের দরজা দিয়ে মঞ্জরী, মামাবাবু এবং ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে মটরগাড়ী করে অন্যের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল।

কোথায় গেল ওরা ? ·····

কেন গেল ? ·····

রূপায়ণে : উত্তমকুমার, তনুজা

ছায়া দেবী, দীপ্তি রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শৈলেন গাঙ্গুলী

মৃণাল মুখার্জি, অমরনাথ মুখার্জি, নীলিমা চক্রবর্ত্তী, কমলা দত্ত, ইরা চক্রবর্ত্তী, সুপ্রিয়া দত্ত, খগেন চক্রবর্ত্তী, অশোক মুখার্জি, ইন্দ্র রায়, ডাঃ মনোরঞ্জন বসু, সুজিত দাস, রমেশ চন্দ্র পাল, আর, এম, সিংহ, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, অমু দত্ত, শক্তি মুখার্জি, যোগেশ সাধু, রমেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি

সংগীত

(১)

আ—আ—
দিম্ তানা না দেড়েনা—
তানা দিম্ তানা না দেড়েনা,
তানা দিম্ তানা না দেড়েনা দির দিননা।
গা মা পা গা মা রে সা গারে গামা
দিম তানা না দেড়ে না
দিম্ দিম্ তানা না দেড়ে না।
তা দেড়ে না—
নি ধা পা মা ধাপা মাপা পামা গারে সা—
সাপা—সাপা—সা গামা,
দিম্ তাতা না দেড়ে না।

(২)

তবু বলে কেন সহসাই থেমে গেলে,
বল কি বলিতে এলে।
তবুর পরেও বলার যা ছিল বল,
বল কি বলিতে এলে।
মুখে ঐ ভাষা কৈ ?
একি বল ভাল লাগে,
শোন গান মন প্রাণ
ভরে নাও অনুরাগে।
দু'চোখে তোমার মিনতির বাতি জ্বেলে,
বল, কি বলিতে এলে।
তনু মন অনুথন
বৃথাই, ওঠে যে দুলে,
এ আবেশ হ'লে শেষ
হয়তো বা যাবে ভুলে।
যা চেয়েছো তুমি—
এ গানে তাই কি পেলে ?
বল, কি বলিতে এলে।

(৩)

আজ গুন গুন গুন কুঞ্জে আমার
একি গুঞ্জরণ,
গানের সুরে পেলাম এ কার
প্রাণের নিমন্ত্রণ।
যে ভ্রমর আমার ফুলে
গুন গুনিয়ে যায়,
আমার প্রাণে ঢেউ তুলে
গান শুনিয়ে যায়—
অঙ্গে আমার ভাব তরঙ্গে
জাগায় শিহরণ
গানের সুরে পেলাম এ কার
প্রাণের নিমন্ত্রণ।
কে চোখে সারা বেলা
রঙ্ বুলিয়ে যায়,
আমায় নিয়ে করে খেলা
কাজ ভুলিয়ে যায়।
এইতো প্রথম জীবনে আজ
হারিয়ে গেল মন।
গানের সুরে পেলাম এ কার
প্রাণের নিমন্ত্রণ॥

(৪)

বন্ধদ্বারের অন্ধকারে থাকবো না,
মনকে তো আর বন্দী ক'রে রাখবো না।
দূরে ঐ অনেক দূরে
চলো যাই তুমি আমি,
অজানা উধাও পথে
বলোগো আর কি থামি।
ওঠে তারা ফোটে যে ফুল
গায়ে ঐ ভ্রমর পাখী,
আসে যে মধু ঋতু
বধূগো জানো নাকি ?
বোঝেনা যারা ওগো—
প্রেমেরই কি যে মানে,
রাধাকে তারাই শুধু,
অপবাদ দিতে জানে,
জানিতে চায়গো যারা
কি ক'রে ভাল বাসে,
কলঙ্ক দেখে তারা—
দেখেনা চাঁদ যে হাসে।
আকাশ ঐ কাঁপুক ঝড়ে
তবু ভয় ক'রবো না তো,
এগিয়ে যাবো দুজন—
পিছিয়ে পড়বো নাতো।

(৫)

কি যে ভাবি এলো মেলো,
সে কি এলো ?
সে তো নয়
লাগে ভয়,
ছেড়ে দাও—
ওগো পথ ছাড়ো
ওগো যেতে দাও—
এই—হেই—হেই
গিলি গিলি আহা।
পেলে—পেলে—পেলে।
সে কি এলো ?
কত কথা মনে আসে
কারে বা বলি,
আমি জানি না—জানি না
কিসেরি জ্বালায় জ্বলি রে।
হায়রে হায়রে হায়রে
সে কি এলো ?
সরাই খানায়
সাকী কাঁদে
ফুরালো বেলা,
আমি বুঝেছি বুঝেছি
এ তোমারি খেলা।
হায়রে—হায়রে—হায়রে
সে কি এলো ?

(৬)

এ কি হোল কেন হোল কবে হোল জানি না,
শুরু হোল শেষ হোল কি যে হোল জানি না তো।
কেউ বোঝে কি না বোঝে হায়
আমি শুধু বুঝি, এই আঁধারে ভুল ক'রে হায়
আলো মিছে খুঁজি,
মেঘ মরুতে যায় কি দেখা ?
দিন যায় একা একা একা।
এ কি হোল কেন হোল কবে হোল জানি না।
কেউ ভাবে কি না ভাবে কি না হায়,
আমি শুধু ভাবি, যে প্রেম দিতে জানে
তার নেই কোন দাবী হায়॥
মনে পড়ে, কেন তারে মনে পড়ে বারে বারে তাকে।
এ কি হোল, কেন হোম, কবে হোল জানি না
শুরু হোল, শেষ হোল, কি যে হোল জানি না তো
এ কি হোল—

পরবর্তী আকর্ষণ!

সত্যসুধা প্রোডাক্সন্সের নিবেদন

তপন সিংহ পরিচালিত

শ্রেষ্ঠাংশে. উত্তমকুমার

কালকূট-এর

কোথায় পাবো তারে

একমাত্র পরিবেশক
শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ : জুবিলী প্রেস : কলিকাতা-১৩ ● অলঙ্করণ : শিল্পী নির্মল রায়